206

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

'বেসরকারি শিক্ষকদের একটি মানবেতর আবেদন' প্রসঙ্গে

গত ১৫-৭-৯৯ এ 'দৈনিক সংবাদ'-এর চিঠিপত্রের কলামে প্রকাশিত চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আলী আহমদ সাহেবের লিখিত পত্রখানা পড়ে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন-ভাতাদি বৈষম্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে মর্মাহত হলাম। আসলে স্বাধীন দেশে একটি বিভাগের এই বৈষম্য থাকা একেবারেই কাম্য নয়। বৃটিশ আমলে বৈদেশিক শাসকেরা কিছুসংখ্যক অনুগৃহীত শিক্ষিত লোক তৈরি করে তাদের মাধ্যমে দেশকে শোষণ করার উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক জেলা হেড কোয়ার্টারে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ঐ সময় এগুলো ছাড়া যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা ছিল শিক্ষা অনুরাগীদের কারণে, আবার কারো কারো সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা সম্প্রসারণ, যা বৈদেশিক শাসকদের কাম্য ছিল না। এ কারণে এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের তেমন নজর ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ বৈষম্য রাখা মনে হয় যথাযথ নয়। কারণ উভয় রকম প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য হলো দেশের সকল নাগরিকের ছেলেমেয়েকে একই ধরনের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে জ্ঞানী ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলা।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, নিতান্ত পাড়া-গ্রামের স্কুলশিক্ষক অশিক্ষিত মা-বাবার ছেলেমেয়েকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে তুলছেন। এদের ভিতর যেসব ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় থাকে, তাদের অনেকেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলা ও বর্তমানে থানা হেড কোয়ার্টারের সরকারি স্কুলে নিজদের স্থান করে নেয়। আর সরকারি স্কুলের শিক্ষকগণ এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করে নিজদের যোগ্যতা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের থেকে অধিক বলে দাবিদার, যেহেতু সরকারি স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল বেসরকারি স্কুল থেকে ভাল। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে বরং বেসরকারি স্কুলে নানা প্রতিকূল অবস্থার মাধ্যমে যে ফলাফল হয় তা সরকারি স্কুল থেকে ভাল।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত সব শিক্ষার্থী একই পাঠ্য পুস্তক পাঠ করে একই বোর্ড ও বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাই একই সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হিসেবে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেলায় সরকারকে একই নীতি অবলম্বন করা উচিত। এই হিসেবে জীবননগর স্কুলের শিক্ষক মহোদয়ের দাবিকে যথাপোযুক্ত বলে বিবেচনা করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করছি।

ডাঃ আবদুর রেজ্জাক
প্রযত্নে-লাল গোলাপ
উত্তর রেইস কোর্স
কুমিল্লা-৩৫০০।